ষোড়শ অধ্যায়

পয়োব্রত

এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, দেবমাতা অদিতি অত্যন্ত শোকার্তা হওয়ায়, তাঁর পতি কশ্যপ মুনি তাঁকে তাঁর পুত্রদের কল্যাণের জন্য পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

দেবতারা স্বর্গলোক ছেড়ে চলে যাওয়ায়, তাঁদের মাতা অদিতি পুত্রবিরহে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। বহু বছর পর একদিন মহর্ষি কশ্যপ সমাধি থেকে বিরত হয়ে তাঁর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁর আশ্রম শ্রীহীন এবং তাঁর পত্নী অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশ্রমের সর্বত্র তিনি শোকের চিহ্ন দর্শন করলেন। তাই মহর্ষি পত্নীকে আশ্রমের কুশল বার্তাদি জিজ্ঞাসার দ্বারা তাঁর পরিতাপের কারণ জানতে চাইলেন। অদিতি তখন কশ্যপ মুনিকে আশ্রমের কুশলবার্তা জানিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন, তাঁর পুত্রবিরহই তাঁর শোকের কারণ। তিনি তখন তাঁর পতিকে অনুরোধ করেছিলেন, কিভাবে তাঁর পুত্রেরা ফিরে এসে তাঁদের পদ পুনঃপ্রাপ্ত হতে পারেন সেই কথা জানাতে। তিনি তাঁর পুত্রদের সর্ববিধ সৌভাগ্য প্রার্থনা করেছিলেন। অদিতির অনুরোধে দ্রবীভূত হয়ে কশ্যপ মুনি তাঁকে আত্ম-তত্ত্বদর্শন উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার পার্থক্য, এবং কিভাবে জড়-জাগতিক ক্ষতিতে অবিচলিত থাকতে হয়, তার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন সেই উপদেশ সত্ত্বেও অদিতি সন্তুষ্ট হননি, তখন তিনি তাঁকে বাসুদেব জনার্দনের আরাধনা করার উপদেশ দেন। তিনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ভগবান বাসুদেবই কেবল তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করতে পারেন। অদিতি যখন বাসুদেবের আরাধনা করার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁকে দ্বাদশ দিবস ব্যাপী পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের এই পন্থা ব্রহ্মা তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এখন তিনি তাঁর পত্নীকে সেই ব্রত পালন করার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

এবং পুত্রেষু নষ্টেষু দেবমাতাদিতিস্তদা ।
হৃতে ত্রিবিষ্টপে দৈত্যৈঃ পর্যতপ্যদনাথবৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **পুত্রেষু**—তার পুত্রেরা যখন; **নষ্টেষু**—তাঁদের পদ হারিয়েছিলেন; **দেব-মাতা**—দেবতাদের মাতা; **অদিতিঃ**—অদিতি; **তদা**—তখন; **হৃতে**—হারানোর ফলে; **ত্রি-বিষ্টপে**—স্বর্গলোক; **দৈত্যৈঃ**—দৈত্যদের দ্বারা; **পর্যতপ্যৎ**—শোক করতে লাগলেন; **অনাথবৎ**—অনাথিনীর মতো।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, অদিতির পুত্র দেবতারা স্বর্গলোক থেকে অদৃশ্য হলে দৈত্যেরা যখন তাঁদের পদ অধিকার করেছিল, তখন অদিতি অনাথিনীর মতো শোক করতে লাগলেন।

শ্লোক ২

একদা কশ্যপস্তস্যা আশ্রমং ভগবানগাৎ ।
নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের্বিরতশ্চিরাৎ ॥ ২ ॥

একদা—একদিন; **কশ্যপঃ**—মহর্ষি কশ্যপ; **তস্যাঃ**—অদিতির; **আশ্রমম্**—আশ্রমে; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অগাৎ**—গিয়েছিলেন; **নিরুৎসবম্**—নিরুৎসাহ; **নিরানন্দম্**—নিরানন্দ; **সমাধেঃ**—তাঁর সমাধি থেকে; **বিরতঃ**—বিরত হয়ে; **চিরাৎ**—দীর্ঘকাল পর।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল পর সমাধি থেকে নিবৃত্ত হয়ে মহা শক্তিমান মহর্ষি কশ্যপ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখলেন যে, অদিতির আশ্রম নিরানন্দময় এবং উৎসব রহিত।

শ্লোক ৩

স পত্নীং দীনবদনাং কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
সভাজিতো যথান্যায়মিদমাহ কুরূদ্বহ ॥ ৩ ॥

সঃ—কশ্যপ মুনি; **পত্নীম্**—তাঁর পত্নীকে; **দীন-বদনাম্**—শুষ্কবদনা; **কৃত-আসন-পরিগ্রহঃ**—আসন গ্রহণ করার পর; **সভাজিতঃ**—অদিতির দ্বারা সমাদৃত হয়ে; **যথা-ন্যায়ম্**—স্থান এবং কাল অনুসারে; **ইদম্ আহ**—এই কথা বলেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, কশ্যপ মুনি যথাযথভাবে সমাদৃত হয়ে আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শোককাতরা পত্নী অদিতিকে এই কথাগুলি বলেছিলেন।

শ্লোক ৪

অপ্যভদ্রং ন বিপ্রাণাং ভদ্রে লোকেঽধুনাগতম্ ।
ন ধর্মস্য ন লোকস্য মৃত্যোশ্ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

অপি—কি; **অভদ্রম্**—দুর্ভাগ্য; **ন**—না; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে অদিতি; **লোকে**—এই জগতে; **অধুনা**—এখন; **আগতম্**—এসেছে; **ন**—না; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **ন**—না; **লোকস্য**—জনসাধারণের; **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু; **ছন্দ-অনুবর্তিনঃ**—যারা মৃত্যুর বশবর্তী।

অনুবাদ

হে ভদ্রে, এখন কি জগতে ধর্মের, ব্রাহ্মণদের অথবা মৃত্যুর বশবর্তী মানুষদের কোন অমঙ্গল হয়েছে?

তাৎপর্য

এই জগতে সকলেরই, কেবল ব্রাহ্মণদেরই নয়, মৃত্যুর বশবর্তী সমস্ত মানুষদের বিশেষ বিশেষ ধর্ম রয়েছে। কশ্যপ মুনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সকলের মঙ্গলের জন্য যে ধর্মের বিধি তা লঙ্ঘন হয়েছিল কি না। তাই তিনি সাতটি শ্লোকে সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৫

অপি বাকুশলং কিঞ্চিদ্ গৃহেষু গৃহমেধিনি ।
ধর্মস্যার্থস্য কামস্য যত্র যোগো হ্যযোগিনাম্ ॥ ৫ ॥

অপি—আমি ভাবছি; **বা**—অথবা; **অকুশলম্**—অমঙ্গল; **কিঞ্চিৎ**—কোন; **গৃহেষু**—গৃহে; **গৃহ-মেধিনি**—গৃহস্থ-জীবনে আসক্ত পত্নী; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অর্থস্য**—অর্থনৈতিক অবস্থার; **কামস্য**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের; **যত্র**—গৃহে; **যোগঃ**—ধ্যানের ফল; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অযোগিনাম্**—যারা যোগী নয় তাদেরও।

অনুবাদ

হে গৃহমেধিনী, গৃহস্থ-আশ্রমে যদি ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি যথাযথভাবে পালন করা হয়, তা হলে গৃহস্থ-আশ্রমেও তাঁর কার্যকলাপ একজন যোগীর মতো। এই ত্রিবর্গের অনুশীলনে কোন ত্রুটি হয়নি তো?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অদিতিকে তাঁর পতি কশ্যপ মুনি *গৃহমেধিনি,* অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ গৃহস্থ-জীবনে যিনি সন্তুষ্ট', বলে সম্বোধন করছেন। গৃহস্থেরা সাধারণত জড়-জাগতিক লাভের জন্য কর্মক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনুগমন করে। এই প্রকার গৃহমেধীদের জীবনে কেবল একটিই উদ্দেশ্য রয়েছে—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ। তাই বলা হয়েছে, *যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্*—গৃহস্থ-জীবন ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং তাই তা থেকে যে সুখ লাভ হয় তা অত্যন্ত তুচ্ছ। কিন্তু বৈদিক প্রথা এতই উদার যে, গৃহস্থ-জীবনেও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের বিধি অনুসারে জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রবৃত্তি যেহেতু তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা যায় না, তাই শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ এবং কামের মার্গ কিভাবে অনুসরণ করতে হয় তার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/৯) তার বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, *ধর্মস্য হ্যাপবর্গ্যস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে*—"সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মুক্তি। কোন জড়-জাগতিক লাভের জন্য ধর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত নয়।" গৃহস্থদের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, ধর্ম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহস্থ-জীবনের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উন্নতি সাধন করা। গৃহস্থ আশ্রমেরও উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করা, যার ফলে মানুষ চরমে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য (*তত্ত্বজিজ্ঞাসা*) সম্বন্ধে অবগত হওয়াই গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তখন গৃহস্থ-আশ্রমেও মানুষ যোগী। কশ্যপ মুনি তাই তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেছেন ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিধি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে কি না। মানুষ যখন শাস্ত্র-নির্দেশ লঙ্ঘন করে, তখনই তার গৃহস্থ-জীবন বিপর্যস্ত হয়।

শ্লোক ৬

অপি বাতিথয়োঽভ্যেত্য কুটুম্বাসক্তয়া ত্বয়া ।
গৃহাদপূজিতা যাতাঃ প্রত্যুত্থানেন বা ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥

অপি—কি; **বা**—বা; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **অভ্যেত্য**—গৃহে এসে; **কুটুম্ব-আসক্তয়া**—আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **অপূজিতাঃ**—যথাযথভাবে সমাদৃত না হয়ে; **যাতাঃ**—চলে গেছে; **প্রত্যুত্থানেন**—উঠে দাঁড়িয়ে; **বা**—অথবা; **ক্বচিৎ**—কখনও।

অনুবাদ

অথবা তুমি অত্যন্ত কুটুম্বাসক্ত হওয়ার ফলে অতিথিকে যথাযথভাবে সমাদর না করায় তাঁরা গৃহ থেকে চলে যায়নি তো?

তাৎপর্য

গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, শত্রুও যদি অতিথি হয়ে গৃহে আসে, তা হলে তার সৎকার করা। অতিথি গৃহে এলে, উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আসন দান করে স্বাগত জানানো উচিত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *গৃহে শত্রুমপি প্রাপ্তং বিশ্বস্তম্ অকুতোভয়ম্*—শত্রুও যদি গৃহে আসে, তা হলে তাকে এমনভাবে সম্বর্ধনা করা উচিত যাতে গৃহস্বামী যে তার শত্রু, অতিথি সেই কথা ভুলে যাবে। নিজের পরিস্থিতি অনুসারে মানুষের কর্তব্য গৃহাগত অতিথির সৎকার করা। অন্ততপক্ষে একটি আসন এবং এক গ্লাস জল তাকে দেওয়া উচিত, যাতে অতিথি অপ্রসন্ন না হন। কশ্যপ মুনি অদিতিকে জিজ্ঞাসা করেছেন কোন অতিথির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে কি না। *অতিথি* শব্দটির অর্থ যিনি বিনা নিমন্ত্রণে গৃহে আসেন।

শ্লোক ৭

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চিতাঃ সলিলৈরপি ।
যদি নির্যান্তি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ ॥ ৭ ॥

গৃহেষু—গৃহে; **যেষু**—যে; **অতিথয়ঃ**—অতিথি; **ন**—না; **অর্চিতাঃ**—স্বাগত; **সলিলৈঃ অপি**—এক গ্লাস জল দিয়েও; **যদি**—যদি; **নির্যান্তি**—তারা চলে যায়; **তে**—সেই প্রকার গৃহস্থ-জীবন; **নূনম্**—বস্তুতপক্ষে; **ফেরু-রাজ**—শৃগালের; **গৃহ**—গৃহ; **উপমাঃ**—সদৃশ।

অনুবাদ

যে গৃহ থেকে অতিথি কেবল একটু জলের দ্বারাও সৎকৃত না হয়ে চলে যায়, সেই গৃহ শৃগালের বিবর সদৃশ।

তাৎপর্য

ক্ষেতে সাপ এবং ইঁদুরের গর্ত থাকে, কিন্তু বড় গর্তে শৃগাল থাকে। সেই প্রকার গৃহে অবশ্যই কেউ আশ্রয় নিতে যায় না। যে গৃহে যথাযথভাবে অতিথির সৎকার হয় না, সেই গৃহ শৃগালের গৃহের মতো।

শ্লোক ৮

অপ্যগ্নয়স্তু বেলায়াং ন হুতা হবিষা সতি ।
ত্বয়োদ্বিগ্নধিয়া ভদ্রে প্রোষিতে ময়ি কর্হিচিৎ ॥ ৮ ॥

অপি—কি; **অগ্নয়ঃ**—অগ্নি; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **বেলায়াম্**—যজ্ঞে; **ন**—না; **হুতাঃ**—নিবেদিত; **হবিষা**—ঘিয়ের দ্বারা; **সতি**—হে সতী; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উদ্বিগ্ন-ধিয়া**—উদ্বেগের ফলে; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **প্রোষিতে**—গৃহ থেকে চলে গেলে; **ময়ি**—আমি যখন; **কর্হিচিৎ**—কোন সময়।

অনুবাদ

হে সতী ভদ্রে, আমি যখন গৃহ থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছিলাম, তখন কি তুমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হওয়ার ফলে অগ্নিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে হোম করনি?

শ্লোক ৯

যৎপূজয়া কামদুঘান্ যাতি লোকান্ গৃহান্বিতঃ ।
ব্রাহ্মণোঽগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণোঃ সর্বদেবাত্মনো মুখম্ ॥ ৯ ॥

যৎ-পূজয়া—অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের পূজার দ্বারা; **কাম-দুঘান্**—বাসনা পূর্ণকারী; **যাতি**—যায়; **লোকান্**—উচ্চলোকে; **গৃহ-অন্বিতঃ**—গৃহের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি; **ব্রাহ্মণঃ**—ব্রাহ্মণ; **অগ্নিঃ চ**—এবং অগ্নি; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **বিষ্ণোঃ**—শ্রীবিষ্ণুর; **সর্ব-দেব-আত্মনঃ**—সমস্ত দেবতাদের আত্মা; **মুখম্**—মুখ।

অনুবাদ

অগ্নি এবং ব্রাহ্মণদের পূজা করার দ্বারা গৃহস্থ তাঁর ঈপ্সিত উচ্চলোক লাভ করতে পারেন, কারণ যজ্ঞাগ্নি এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত দেবতাদের আত্মা শ্রীবিষ্ণুর মুখস্বরূপ।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে ঘি, শস্য, ফল, ফুল ইত্যাদি যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয় যাতে ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা গ্রহণ করে প্রসন্ন হন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" তাই, এই সব কিছু যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদন করা যেতে পারে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তার ফলে প্রসন্ন হবেন। তেমনই, ব্রাহ্মণ-ভোজনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ যজ্ঞের পর ব্রাহ্মণদের ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করানোও শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের আর একটি উপায়। তাই বৈদিক প্রথা অনুসারে প্রতিটি উৎসবের পর অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার এবং ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে ভোজন করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার কার্যকলাপের দ্বারা গৃহস্থ স্বর্গ আদি উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ১০

অপি সর্বে কুশলিনস্তব পুত্রা মনস্বিনি ।
লক্ষয়েঽস্বস্থমাত্মানং ভবত্যা লক্ষণৈরহম্ ॥ ১০ ॥

অপি—অথবা; **সর্বে**—সমস্ত; **কুশলিনঃ**—কুশলে; **তব**—তোমার; **পুত্রাঃ**—পুত্রগণ; **মনস্বিনি**—হে মনস্বিনী; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **অস্বস্থম্**—অশান্ত; **আত্মানম্**—মন; **ভবত্যাঃ**—তোমার; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

হে মনস্বিনী, তোমার পুত্রেরা কুশলে আছে তো? তোমার শুষ্ক মুখমণ্ডল দর্শন করে আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার চিত্ত অশান্ত হয়েছে। তার কারণ কি?

শ্লোক ১১

শ্রীঅদিতিরুবাচ

ভদ্রং দ্বিজগবাং ব্রহ্মন্ ধর্মস্যাস্য জনস্য চ ।
ত্রিবর্গস্য পরং ক্ষেত্রং গৃহমেধিন্ গৃহা ইমে ॥ ১১ ॥

শ্রী-অদিতিঃ উবাচ—শ্রীমতী অদিতি বললেন; **ভদ্রম্**—সর্বতোভাবে মঙ্গল; **দ্বিজ-গবাম্**—ব্রাহ্মণ এবং গাভীদের; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **ধর্মস্য অস্য**—শাস্ত্রোল্লিখিত ধর্মের; **জনস্য**—জনসাধারণের; **চ**—এবং; **ত্রি-বর্গস্য**—(ধর্ম, অর্থ এবং কাম) এই ত্রিবর্গের; **পরম্**—পরম; **ক্ষেত্রম্**—ক্ষেত্র; **গৃহমেধিন্**—হে গৃহাসক্ত পতি; **গৃহাঃ**—আপনার গৃহ; **ইমে**—এই সমস্ত বস্তু।

অনুবাদ

অদিতি বললেন—হে পরম পূজ্য ব্রহ্মজ্ঞানী পতিদেবতা! ব্রাহ্মণ, গাভী, ধর্ম এবং অন্য মানুষেরা সকলেই কুশলে আছে। হে গৃহস্বামী, সৌভাগ্যে পূর্ণ হওয়ার ফলে গৃহ স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম, অর্থ এবং কামের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

তাৎপর্য

শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে গৃহস্থ-জীবনে ধর্ম, অর্থ এবং কামের বিকাশ সাধন করা যায়, কিন্তু মুক্তি লাভ করতে হলে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে হয়। কশ্যপ মুনি সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাই তাঁকে এখানে একবার *ব্রহ্মন্* এবং তারপর *গৃহমেধিন্* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর পত্নী অদিতি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গৃহস্থালির সব কিছুই ভালভাবে চলছে, এবং ব্রাহ্মণ ও গাভীদের সম্মানও রক্ষা করা হচ্ছে। অর্থাৎ, গৃহস্থ-জীবনে কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না; গৃহের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছিল।

শ্লোক ১২

অগ্নয়োঽতিথয়ো ভৃত্যা ভিক্ষবো যে চ লিপ্সবঃ ।
সর্বং ভগবতো ব্রহ্মন্ননুধ্যানান্ন রিষ্যতি ॥ ১২ ॥

অগ্নয়ঃ—অগ্নির পূজা; **অতিথয়ঃ**—অতিথি সৎকার; **ভৃত্যাঃ**—ভৃত্যদের প্রসন্নতা বিধান; **ভিক্ষবঃ**—ভিক্ষুকদের সন্তুষ্টি; **যে**—যা কিছু; **চ**—এবং; **লিপ্সবঃ**—তাদের বাসনা অনুসারে (তাদের সন্তুষ্টিবিধান করা হয়েছে); **সর্বম্**—তারা সকলে;

ভগবতঃ—আপনার; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **অনুধ্যানাৎ**—সর্বক্ষণ চিন্তার ফলে; **ন রিষ্যতি**—কোন কিছুরই অবহেলা হয়নি (সব কিছুই যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে)।

অনুবাদ

হে প্রভু, অগ্নি, অতিথি, ভৃত্য, ভিক্ষুক সকলেই আমার দ্বারা যথাযথভাবে সৎকৃত হয়েছে। যেহেতু আমি সর্বদা আপনার ধ্যান করি, তাই ধর্মের অবহেলার কোন সম্ভাবনা নেই।

শ্লোক ১৩

কো নু মে ভগবন্ কামো ন সম্পদ্যেত মানসঃ ।
যস্যা ভবান্ প্রজাধ্যক্ষ এবং ধর্মান্ প্রভাষতে ॥ ১৩ ॥

কঃ—কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **ভগবন্**—হে ভগবান; **কামঃ**—বাসনা; **ন**—না; **সম্পদ্যেত**—পূর্ণ হতে পারে; **মানসঃ**—আমার মনের ভিতর; **যস্যাঃ**—আমার; **ভবান্**—আপনি; **প্রজা-অধ্যক্ষঃ**—প্রজাপতি; **এবম্**—এইভাবে; **ধর্মান্**—ধর্ম; **প্রভাষতে**—বলেন।

অনুবাদ

হে প্রভু, যেহেতু আপনি প্রজাপতি এবং আমার ধর্ম উপদেষ্টা, তাই আমার কোন্ বাসনা অপূর্ণ থাকতে পারে?

শ্লোক ১৪

তবৈব মারীচ মনঃশরীরজাঃ
প্রজা ইমাঃ সত্ত্বরজস্তমোজুষঃ ।
সমো ভবাংস্তাস্বসুরাদিষু প্রভো
তথাপি ভক্তং ভজতে মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

তব—আপনার; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **মারীচ**—হে মরীচি পুত্র; **মনঃ-শরীরজাঃ**—আপনার মন অথবা শরীর থেকে উৎপন্ন (সমস্ত দেবতা এবং দৈত্যেরা); **প্রজাঃ**—আপনার সন্তান; **ইমাঃ**—তারা সকলে; **সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-জুষঃ**—সত্ত্ব, রজ

এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত; **সমঃ**—সমান; **ভবান্**—আপনি; **তাসু**—তাদের প্রত্যেককে; **অসুর-আদিষু**—অসুর আদি; **প্রভো**—হে প্রভু; **তথা অপি**—তা সত্ত্বেও; **ভক্তম্**—ভক্তদের; **ভজতে**—রক্ষণাবেক্ষণ করেন; **মহা-ঈশ্বরঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে মরীচি পুত্র, যেহেতু আপনি একজন মহাপুরুষ, তাই আপনার দেহ এবং মন থেকে উদ্ভূত এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত দৈত্য এবং দেবতাদের প্রতি আপনি সমদর্শী। কিন্তু ভগবান যদিও পরম ঈশ্বর এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

ভগবান যদিও সকলের প্রতি সমদর্শী, তবুও তিনি তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তদের প্রতি বিশেষ বাৎসল্য প্রদর্শন করেন। ভগবান বলেছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না।" শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

(*ভগবদ্গীতা* ৪/১১)

প্রকৃতপক্ষে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করছে, কিন্তু তাদের আনুগত্যের মাত্রা অনুসারে ভগবান তাদের কৃপা প্রদর্শন করেন। তাই অদিতি তাঁর পতির কাছে এই বলে আবেদন করেছেন যে, ভগবান যেমন তাঁর ভক্তদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, কশ্যপও যেন তাঁর ভক্তিমান পুত্র ইন্দ্রের এই বিপদে তাকে সাহায্য করেন।

শ্লোক ১৫

তস্মাদীশ ভজন্ত্যা মে শ্রেয়শ্চিন্তয় সুব্রত ।
হৃতশ্রিয়ো হৃতস্থানান্ সপত্নৈঃ পাহি নঃ প্রভো ॥ ১৫ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ঈশ**—হে ঈশ্বর; **ভজন্ত্যাঃ**—আপনার সেবকের; **মে**—আমাকে; **শ্রেয়ঃ**—মঙ্গল; **চিন্তয়**—বিবেচনা করুন; **সু-ব্রত**—হে সুব্রত; **হৃত-শ্রিয়ঃ**—সর্বতোভাবে ঐশ্বর্যবিহীন; **হৃত-স্থানান্**—বাসস্থান-বিহীন; **সপত্নৈঃ**—প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা; **পাহি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

অতএব, হে সুব্রত, দয়া করে আপনি আপনার সেবিকাকে অনুগ্রহ করুন। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যেরা আমাদের ধন, সম্পদ এবং রাজ্য অপহরণ করেছে। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

দেবতাদের মাতা অদিতি কশ্যপ মুনির কাছে দেবতাদের সুরক্ষার জন্য আবেদন করেছেন। যখন আমরা দেবতাদের কথা বলি, তখন তাঁদের মাও তার অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

শ্লোক ১৬

পরৈর্বিবাসিতা সাহং মগ্না ব্যসনসাগরে ।
ঐশ্বর্যং শ্রীর্যশঃ স্থানং হৃতানি প্রবলৈর্মম ॥ ১৬ ॥

পরৈঃ—আমাদের শত্রুদের দ্বারা; **বিবাসিতা**—আমাদের বাসস্থান অপহৃত হয়েছে; **সা**—সেই; **অহম্**—আমি; **মগ্না**—নিমগ্ন; **ব্যসন-সাগরে**—দুঃখের সাগরে; **ঐশ্বর্যম্**—ঐশ্বর্য; **শ্রীঃ**—সৌন্দর্য; **যশঃ**—যশ; **স্থানম্**—বাসস্থান; **হৃতানি**—অপহরণ করেছে; **প্রবলৈঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মম**—আমার।

অনুবাদ

আমাদের প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু দৈত্যেরা আমাদের ঐশ্বর্য, শ্রী, যশ এবং বাসস্থান সব কিছুই অপহরণ করেছে। তাদের দ্বারা নির্বাসিত হয়ে আমি দুঃখ-সাগরে মগ্ন হয়েছি।

শ্লোক ১৭

যথা তানি পুনঃ সাধো প্রপদ্যেরন্ মমাত্মজাঃ ।
তথা বিধেহি কল্যাণং ধিয়া কল্যাণকৃত্তম ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **তানি**—আমাদের হারানো সম্পদ; **পুনঃ**—পুনরায়; **সাধো**—হে মহাত্মা; **প্রপদ্যেরন্**—পুনরায় প্রাপ্ত হতে পারি; **মম**—আমার; **আত্মজাঃ**—সন্তানেরা; **তথা**—সেই প্রকার; **বিধেহি**—দয়া করে করুন; **কল্যাণম্**—কল্যাণ; **ধিয়া**—বিবেচনা করার দ্বারা; **কল্যাণ-কৃৎ-তম**—কল্যাণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে সাধুশ্রেষ্ঠ, আপনি কল্যাণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করে আমার পুত্রদের প্রতি আপনি কৃপা করুন, যাতে তারা তাদের হারানো সম্পদ ফিরে পেতে পারে।

শ্লোক ১৮

শ্রীশুক উবাচ

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব ।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **অভ্যর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **অদিত্যা**—অদিতির দ্বারা; **কঃ**—কশ্যপ মুনি; **তাম্**—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **স্ময়ন্**—মৃদু হেসে; **ইব**—সদৃশ; **অহো**—আহা; **মায়া-বলম্**—মায়ার প্রভাব; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্নেহ-বদ্ধম্**—এই স্নেহের দ্বারা প্রভাবিত; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—অদিতি যখন এইভাবে কশ্যপ মুনির কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি মৃদু হেসে বলেছিলেন, "আহা, বিষ্ণু মায়ার কী শক্তি, যার দ্বারা এই জগৎ স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ!"

তাৎপর্য

কশ্যপ মুনি অবশ্যই তাঁর পত্নীর দুঃখে সহানুভূতিশীল ছিলেন, তবুও সারা জগৎ যে কিভাবে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ, তা দর্শন করে তিনি বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৯ ॥

ক্ব—কোথায়; **দেহঃ**—এই জড় দেহ; **ভৌতিকঃ**—পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত; **অনাত্মা**—যা আত্মা নয়; **কঃ**—কোথায়; **চ**—ও; **আত্মা**—আত্মা; **প্রকৃতেঃ**—জড়া প্রকৃতির; **পরঃ**—অতীত; **কস্য**—কার; **কে**—কে; **পতি**—পতি; **পুত্র-আদ্যাঃ**—পুত্র ইত্যাদি; **মোহঃ**—মোহ; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কারণম্**—কারণ।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—পঞ্চভূতের দ্বারা গঠিত এই জড় দেহটি কি? এটি আত্মা থেকে ভিন্ন। বস্তুতপক্ষে যে জড় উপাদানগুলি দিয়ে দেহটি গঠিত হয়েছে, তা থেকে আত্মা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। কিন্তু দেহের প্রতি আসক্তির ফলে মানুষ কাউকে তার পতি, কাউকে তার পুত্র, ইত্যাদি বলে মনে করে। এই সমস্ত মায়িক সম্পর্কের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা।

তাৎপর্য

আত্মা বা জীব অবশ্যই পঞ্চভূতাত্মক দেহ থেকে ভিন্ন। এটি একটি সরল সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ না করলে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কশ্যপ মুনির সঙ্গে তাঁর পত্নী অদিতির এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল স্বর্গলোকে, কিন্তু সেখানেও সেই একই ভ্রান্ত ধারণা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই ভ্রান্ত ধারণাটি এই পৃথিবীর মতো ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের জীব রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ন্যূনাধিক দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্তী। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, এই জড় জগতে সমস্ত জীবেরাই ন্যূনাধিক মাত্রায় আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন। বৈদিক সভ্যতা কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতেই অর্জুনকে ভগবান্ *ভগবদ্গীতা* বলেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* শুরুতেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন, দেহ যে আত্মা থেকে ভিন্ন সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা*

২/১৩) দুর্ভাগ্যবশত, আধুনিক মানব-সমাজে এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। কেউই জানে না তার স্বার্থ কি। তার প্রকৃত স্বরূপ যে তার আত্মা, তার দেহটি নয়, সেই কথা কেউই জানে না। শিক্ষার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিহীন দেহাত্মবুদ্ধির স্তরে কঠোর দৈহিক পরিশ্রম করা পশুর জীবনেরই মতো। *নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড্‌ভুজাং যে* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৫/৫/১)। মানুষ কেবল তার দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আত্মা সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই নেই। তাই তারা এক অত্যন্ত বিপজ্জনক সভ্যতায় বাস করছে, তাকে একদিন এখান থেকে চলে যেতে হবে, এবং এই দেহটি থেকে তাকে একদিন অন্য আর একটি দেহে দেহান্তরিত হতে হবে (*তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ*)। আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিহীন মানুষ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং সে জানে না যে, তার বর্তমান শরীরটির বিনাশের পর তার কি হবে। তারা অন্ধের মতো কাজ করে চলেছে, এবং অন্ধ নেতারা তাদের পরিচালনা করছে। *অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। মূর্খ মানুষ জানে না যে, সে সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির বন্ধনে নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং মৃত্যুর পর জড়া প্রকৃতি তাকে এক বিশেষ প্রকার শরীর দান করবে, যা গ্রহণ করতে সে বাধ্য হবে। সে জানে না যে, যদিও তার বর্তমান শরীরে সে হয়তো এক অত্যন্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে তার অজ্ঞান কার্যকলাপের জন্য একটি পশু অথবা একটি বৃক্ষের শরীর প্রাপ্ত হতে পারে। তাই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত জীবদের চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত আলোক প্রদান করছে। এই আন্দোলনটিকে বোঝা খুব একটা কঠিন নয়, এবং মানুষের কর্তব্য এই আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা, কারণ তা তাকে দায়িত্বহীন বিপজ্জনক জীবন থেকে রক্ষা করবে।

শ্লোক ২০

উপতিষ্ঠস্ব পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম্ ।
সর্বভূতগুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্‌গুরুম্ ॥ ২০ ॥

উপতিষ্ঠস্ব—আরাধনা করার চেষ্টা কর; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **ভগবন্তম্**—ভগবান; **জনার্দনম্**—সমস্ত শত্রুদের যিনি বিনাশ করতে পারেন, সেই জনার্দনকে; **সর্ব-ভূত-গুহা-বাসম্**—যিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বাস করেন; **বাসুদেবম্**—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্বব্যাপ্ত এবং বসুদেবের পুত্র; **জগৎ-গুরুম্**—সারা জগতের গুরু।

অনুবাদ

হে অদিতি, তুমি ভগবানকে ভজনা কর। তিনি সকলের প্রভু, তিনি সকলের শত্রুদমনকারী এবং তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বা বাসুদেবই সকলকে সর্বমঙ্গলময় আশীর্বাদ প্রদান করতে পারেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন সমগ্র জগতের গুরু।

তাৎপর্য

এই কথাগুলি বলে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। অদিতি তাঁর পতির কাছে আবেদন করেছিলেন। সেটি অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের আত্মীয় কখনও কারও মঙ্গল সাধন করতে পারে না। যদি কোন মঙ্গল হয়ে থাকে, তা হলে সেটি ভগবানেরই জন্য। তাই কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান বাসুদেবের ভজনা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি সর্বভূতের সুহৃদ এবং জনার্দন, কারণ তিনি সমস্ত শত্রুদের বিনাশ করতে পারেন। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ—সত্ত্ব, রজ এবং তম, এবং জড়া প্রকৃতির ঊর্ধ্বে আর একটি অস্তিত্ব রয়েছে, যাকে বলা হয় শুদ্ধসত্ত্ব। জড় জগতে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জড় কলুষের ফলে সত্ত্বগুণও কখনও কখনও রজ এবং তমোগুণের দ্বারা পরাভূত হয়। কিন্তু কেউ যখন এই সমস্ত গুণের প্রতিযোগিতার স্তর অতিক্রম করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের অতীত হন। সেই চিন্ময় স্তরে জীব শুদ্ধসত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন। *সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/৩/২৩)। জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত যে স্থিতি তাকে বলা হয় *বসুদেব* বা জড় কলুষ থেকে মুক্তি। সেই স্থিতিতেই কেবল ভগবান বাসুদেবকে দর্শন করা যায়। তাই এই *বসুদেব* স্থিতিই সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলি চরিতার্থ করে। *বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবাসুদেবকে উপলব্ধি করেন, তখন তিনি মহাত্মা হন।

পরমাত্মা (*বাসুদেব*) সকলের হৃদয়ে অবস্থিত, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১০/১০)

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।

"হে অর্জুন, ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১)

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥

"আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে জেনে, যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/২৯)

মানুষ যখন কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন তাঁর কর্তব্য বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। তিনি তাঁর ভক্তকে সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বুদ্ধি প্রদান করেন। কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নীকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন, যাতে তিনি অনায়াসে তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, কশ্যপ মুনি ছিলেন একজন আদর্শ সদ্গুরু। তিনি মূর্খের মতো নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে জাহির করেননি। তিনি ছিলেন সদ্গুরু কারণ তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। যিনি তাঁর অনুগামী অথবা শিষ্যদের বাসুদেবের আরাধনা করার শিক্ষা দেন, তিনিই হচ্ছেন আদর্শ সদ্গুরু। এই সূত্রে *জগদ্গুরুম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কশ্যপ মুনি যদিও বাসুদেবের শরণাগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়ার ফলে প্রকৃত *জগদ্গুরু* ছিলেন, তবুও তিনি নিজেকে *জগদ্গুরু* বলে ঘোষণা করেননি। প্রকৃতপক্ষে, বাসুদেব হচ্ছেন *জগদ্গুরু*, যে সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*বাসুদেবং জগদ্গুরুম্*)। যিনি বাসুদেবের শিক্ষা সমন্বিত *ভগবদ্গীতার* উপদেশ দেন, তিনিও বাসুদেবেরই মতো *জগদ্গুরু*। কিন্তু কেউ যখন *ভগবদ্গীতার* উপদেশ যথাযথভাবে প্রদান না করে নিজেকে *জগদ্গুরু* বলে ঘোষণা করে, সে কেবল জনসাধারণকে প্রতারণা করে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *জগদ্গুরু*, এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিক্ষা দেন, তাঁকেও *জগদ্গুরু* বলে স্বীকার করা যায়। যে ব্যক্তি তার মনগড়া মতবাদ সৃষ্টি করে, তাকে কখনও জগদ্গুরু বলে স্বীকার করা যায় না; সে একটি লোক-ঠকানো জগদ্গুরু।

শ্লোক ২১

স বিধাস্যতি তে কামান্ হরির্দীনানুকম্পনঃ ।
অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (বাসুদেব); **বিধাস্যতি**—নিঃসন্দেহে পূর্ণ করবেন; **তে**—তোমার; **কামান্**—বাসনা; **হরিঃ**—ভগবান; **দীন**—দুঃখীদের প্রতি; **অনুকম্পনঃ**—অত্যন্ত কৃপা পরায়ণ; **অমোঘা**—অব্যর্থ; **ভগবদ্ভক্তিঃ**—ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা; **ন**—না; **ইতরা**—ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছু; **ইতি**—এইভাবে; **মতিঃ**—অভিমত; **মম**—আমার।

অনুবাদ

সেই দীনবৎসল ভগবান তোমার অভিলাষ পূর্ণ করবেন। কারণ ভগবদ্ভক্তি অব্যর্থ। ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত পন্থাই নিষ্ফল। সেটিই আমার অভিমত।

তাৎপর্য

তিন প্রকার মানুষ রয়েছে। *অকাম, মোক্ষকাম* এবং *সর্বকাম*। যারা এই জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে, তাদের বলা হয় *মোক্ষকাম;* যারা পূর্ণমাত্রায় এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, তাদের বলা হয় *সর্বকাম,* এবং যারা তাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেছে এবং আর কোন জড় বাসনা যার নেই, তাদের বলা হয় *অকাম*। ভগবদ্ভক্তের কোন বাসনা নেই। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*। তিনি সর্বতোভাবে পবিত্র হয়ে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। মোক্ষকামী ব্রহ্মে লীন হয়ে মুক্তি লাভ করতে চায়, এবং যেহেতু তার এই বাসনা রয়েছে, তাই সে এখনও শুদ্ধ নয়। যেহেতু মুক্তি লাভের অভিলাষী ব্যক্তিরাও অশুদ্ধ, সুতরাং বহু বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষী কর্মীদের আর কি কথা? কিন্তু তা সত্ত্বেও শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, কিংবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০)

কশ্যপ মুনি দেখেছিলেন যে, তাঁর পত্নী অদিতির পুত্রদের মঙ্গল কামনারূপী কিছু জড় বাসনা ছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী অথবা ভক্ত নির্বিশেষে সকলেরই কর্তব্য বাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়ে তাঁর অপ্রাকৃত প্রেমময়ী

সেবা সম্পাদন করা, যাতে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন *দীন-অনুকম্পন*—তিনি সকলের প্রতিই অত্যন্ত কৃপাময়। তাই কেউ যদি তার জড় বাসনা পূর্ণ করতে চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাকে সাহায্য করেন। কখনও কখনও অবশ্য ভক্ত যদি ঐকান্তিক হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তাঁর জড় বাসনা পূর্ণ না করেই সরাসরিভাবে তাঁকে শুদ্ধ ভক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেন। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা* ২২/৩৮-৩৯) বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে' মাগে বিষয়-সুখ ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্বচরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥

ভক্তের যদি কোন জড় বাসনা থেকে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সেবার ঐকান্তিক অভিলাষী হন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সমস্ত জড় বাসনা এবং সমস্ত সম্পদ নিয়ে, তাঁকে সরাসরিভাবে তাঁর শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করতে পারেন। এটি ভক্তের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। অন্যথায়, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং সেই সঙ্গে যদি তাঁর জড় বাসনা থেকে থাকে, তা হলে তিনি ধ্রুব মহারাজের মতো সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হতে পারেন, তবে সেই জন্য কিছু সময় লাগে। কিন্তু অত্যন্ত ঐকান্তিক ভক্ত যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সরাসরিভাবে শুদ্ধ ভক্তি প্রদান করেন।

শ্লোক ২২

শ্রীঅদিতিরুবাচ

কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মন্নুপস্থাস্যে জগৎপতিম্ ।
যথা মে সত্যসঙ্কল্পো বিদধ্যাৎ স মনোরথম্ ॥ ২২ ॥

শ্রী-অদিতিঃ উবাচ—শ্রীমতী অদিতি প্রার্থনা করতে লাগলেন; **কেন**—কিসের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **উপস্থাস্যে**—প্রসন্ন করতে পারি; **জগৎ-পতিম্**—জগতের পতি, জগন্নাথকে; **যথা**—যার দ্বারা; **মে**—আমার; **সত্য-সঙ্কল্পঃ**—বাসনা পূর্ণ হতে পারে; **বিদধ্যাৎ**—পূর্ণ করবেন; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **মনোরথম্**—অভিলাষ বা বাসনা।

অনুবাদ

শ্রীমতী অদিতি বললেন—হে ব্রাহ্মণ, কোন্ বিধি অনুসারে আমি সেই জগৎপতির আরাধনা করতে পারি, যার ফলে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন।

তাৎপর্য

বলা হয়, 'মানুষ প্রস্তাব করে আর ভগবান তার ব্যবস্থা করেন।' মানুষ অনেক কিছু বাসনা করতে পারে, কিন্তু ভগবান যদি তা অনুমোদন না করেন, তা হলে সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে না। বাসনা পূর্ণ করাকে বলা হয় *সত্যসঙ্কল্প*। এখানে *সত্যসঙ্কল্প* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদিতি তাঁর পতির কৃপার উপর নির্ভর করেছিলেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ করার জন্য ভগবানের আরাধনা করার পন্থা প্রদর্শন করেন। শিষ্যকে প্রথমে স্থির করতে হয় যে, তিনি ভগবানের আরাধনা করবেন, এবং তারপর শ্রীগুরুদেব তাঁকে যথাযথ নির্দেশ দেবেন। রোগী যেমন ডাক্তারের কাছে কোন বিশেষ ধরনের ওষুধ দাবি করতে পারে না, তেমনই গুরুদেবকে হুকুম করা যায় না। এখান থেকেই ভগবানের আরাধনা শুরু হয়। যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী, এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিরা আমার ভজনা করেন।" অদিতি *আর্ত* ছিলেন। তাঁর পুত্র দেবতারা সব কিছু হারিয়েছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর পতি কশ্যপ মুনির নির্দেশ অনুসারে ভগবানের শরণাগত হতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩

আদিশ ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিধিং তদুপধাবনম্ ।
আশু তুষ্যতি মে দেবঃ সীদন্ত্যাঃ সহ পুত্রকৈঃ ॥ ২৩ ॥

আদিশ—আমাকে উপদেশ দিন; **ত্বম্**—হে প্রিয় পতি; **দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ**—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **বিধিম্**—বিধি; **তৎ**—ভগবান; **উপধাবনম্**—পূজা করার বিধি; **আশু**—অতি শীঘ্র; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **মে**—আমার প্রতি; **দেবঃ**—ভগবান; **সীদন্ত্যাঃ**—শোক করে; **সহ**—সহ; **পুত্রকৈঃ**—আমার পুত্র দেবতাগণ।

অনুবাদ

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দয়া করে আমাকে ভগবানের আরাধনা করার বিধি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, যাতে ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, শীঘ্রই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে আমার পুত্রগণ সহ আমাকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা জিজ্ঞাসা করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য গুরুর কাছে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা লাভ করতে হয় কি না। তার উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। কেবল এখানেই নয়, *ভগবদ্গীতাতেও* অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন (*শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্*)। *বেদেও* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—যদি কেউ সত্যি সত্যিই আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করার অভিলাষী হন, তা হলে যথাযথ নির্দেশ লাভ করার জন্য তাঁর গুরু গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবান বলেছেন যে, ভগবানের প্রতিনিধি আচার্যের উপাসনা করা অবশ্য কর্তব্য। (*আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ*)। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। তাই, শাস্ত্র প্রমাণ এবং ভক্তের আচরণ অনুসারে, গুরু গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। অদিতি তাঁর পতিকে তাঁর গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, যাতে ভগবানের আরাধনা করার দ্বারা আধ্যাত্মিক চেতনা বা ভগবদ্ভক্তিতে কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায়, সেই সম্বন্ধে তিনি তাঁকে উপদেশ দেন।

শ্লোক ২৪

শ্রীকশ্যপ উবাচ

এতন্মে ভগবান্ পৃষ্টঃ প্রজাকামস্য পদ্মজঃ ।
যদাহ তে প্রবক্ষ্যামি ব্রতং কেশবতোষণম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রী-কশ্যপঃ উবাচ—কশ্যপ মুনি বললেন; **এতৎ**—এই; **মে**—আমার দ্বারা; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **পৃষ্টঃ**—যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; **প্রজা-কামস্য**—প্রজা কামনা করে; **পদ্মজঃ**—পদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মা; **যৎ**—যা কিছু; **আহ**—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম; **তে**—তোমাকে; **প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **ব্রতম্**—ভগবানের আরাধনার এক প্রকার পন্থা; **কেশব-তোষণম্**—যার ফলে কেশব প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

শ্রীকশ্যপ মুনি বললেন—আমি পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষী হয়ে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি কেশবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে ব্রত আমাকে বলেছিলেন, তা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

এখানে ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কশ্যপ মুনিকে ব্রহ্মা যে ব্রত পালনের উপদেশ দিয়েছিলেন, কশ্যপ মুনি সেই ব্রত পালনের বিধি অদিতিকে বলতে চেয়েছিলেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীগুরুদেব তাঁর নিজের মনগড়া কোন নতুন পন্থা তৈরি করে তাঁর শিষ্যকে উপদেশ দেন না। শ্রীগুরুদেব তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে যে প্রামাণিক পন্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর শিষ্যকে তিনি তাই প্রদান করেন। একে বলা হয় পরম্পরা (এবং *পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। এটিই ভগবদ্ভক্তি লাভ করার প্রামাণিক বিধি, যার দ্বারা ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান করা যায়। তাই শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর গুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন; তাঁর গুরুদেবও তাঁর গুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন। একে বলা হয় পরম্পরা। এই পরম্পরার প্রথা অনুসরণ না করলে মন্ত্রজপ নিষ্ফল হয়। আজকাল বহু ভণ্ড গুরু আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পরিবর্তে জাগতিক উন্নতি সাধনের জন্য তাদের মনগড়া মন্ত্র তৈরি করছে। এই ধরনের মনগড়া মন্ত্র জপের ফলে কখনই কোন লাভ হয় না। মন্ত্র এবং ভগবদ্ভক্তির বিশেষ শক্তি রয়েছে, যদি তা সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করা যায়।

শ্লোক ২৫

ফাল্গুনস্যামলে পক্ষে দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
অর্চয়েদরবিন্দাক্ষং ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ ॥ ২৫ ॥

ফাল্গুনস্য—ফাল্গুন মাসের; **অমলে পক্ষে**—শুক্লপক্ষে; **দ্বাদশ-অহম্**—দ্বাদশী পর্যন্ত; **পয়ঃ-ব্রতম্**—কেবল দুধ গ্রহণ করার ব্রত; **অর্চয়েৎ**—অর্চনা করা উচিত; **অরবিন্দাক্ষম্**—পদ্মপলাশলোচন ভগবানের; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—অনন্য; **অন্বিতঃ**—সমন্বিত।

অনুবাদ

ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পর্যন্ত কেবল বারো দিন দুগ্ধ পানপূর্বক পয়োব্রত আচরণ করে, পরম ভক্তি সহকারে কমলনয়ন ভগবানের অর্চনা করবে।

তাৎপর্য

ভক্তি সহকারে ভগবানের পূজা করার অর্থ হচ্ছে *অর্চনমার্গ* অনুসরণ করা।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে তাঁকে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়ে, ফুলমালায় সজ্জিত করে নানা রকম ফল, ফুল এবং ঘি, চিনি ও শস্য থেকে তৈরি নানা রকম উপাদেয় খাদ্য নিবেদন করা উচিত। বিধি অনুসারে ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে তাঁর আরতি করা উচিত। একে বলা হয় ভগবানের অর্চনা। এখানে কেবল দুগ্ধ পান করে পয়োব্রত অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন অন্ন আহার না করে একাদশী ব্রত পালন করি, তখন সাধারণত দ্বাদশীর দিন দুধ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। পয়োব্রত এবং অর্চন শুদ্ধ ভক্তির (*ভক্ত্যা*) মনোভাব নিয়ে পালন করা উচিত। ভক্তি ছাড়া ভগবানের আরাধনা করা যায় না। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।* কেউ যদি ভগবানকে জানতে চান এবং তাঁর সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কযুক্ত হতে চান, তা হলে তিনি কি খেতে চান এবং কিভাবে তিনি প্রসন্ন হন, তা জানা কর্তব্য, এবং সেই জন্য ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সম্বন্ধে এখানেও বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ*—মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তিপরায়ণ হওয়া।

শ্লোক ২৬

সিনীবাল্যাং মৃদালিপ্য স্নায়াৎ ক্রোড়বিদীর্ণয়া ।
যদি লভ্যেত বৈ স্রোতস্যেতং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ২৬ ॥

সিনীবাল্যাম্—অমাবস্যার দিন; **মৃদা**—মৃত্তিকার দ্বারা; **আলিপ্য**—অঙ্গে লেপন করে; **স্নায়াৎ**—স্নান করা উচিত; **ক্রোড়-বিদীর্ণয়া**—বরাহের দশনের দ্বারা বিদারিত; **যদি**—যদি; **লভ্যেত**—পাওয়া যায়; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **স্রোতসি**—নদীর স্রোতে; **এতম্ মন্ত্রম্**—এই মন্ত্র; **উদীরয়েৎ**—জপ করা উচিত।

অনুবাদ

যদি বরাহ বিদারিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তা হলে তার দ্বারা অমাবস্যার দিন অঙ্গলেপন করে নদীর জলে স্নান করবে, এবং স্নান করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করবে।

শ্লোক ২৭

ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা ।
উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয় ॥ ২৭ ॥

ত্বম্—আপনি; **দেবি**—হে ধরিত্রী দেবী; **আদি-বরাহেণ**—আদি বরাহরূপী ভগবান; **রসায়াঃ**—রসাতল থেকে; **স্থানম্**—স্থান; **ইচ্ছতা**—অভিলাষী; **উদ্ধৃতাসি**—আপনি উত্তোলিত হয়েছিলেন; **নমঃ তুভ্যম্**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পাপ্মানম্**—সমস্ত পাপকার্য এবং তার ফল; **মে**—আমার; **প্রণাশয়**—বিনষ্ট করুন।

অনুবাদ

হে মাতা বসুন্ধরা, আপনি থাকবার স্থান অভিলাষ করেছিলেন বলে বরাহরূপী ভগবান আপনাকে রসাতল থেকে উত্তোলন করেছিলেন। দয়া করে আপনি আমার সমস্ত পাপ বিনাশ করুন। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ২৮

নির্বর্তিতাত্মনিয়মো দেবমর্চেৎ সমাহিতঃ ।
অর্চায়াং স্থণ্ডিলে সূর্যে জলে বহ্নৌ গুরাবপি ॥ ২৮ ॥

নির্বর্তিত—সমাপ্ত; **আত্ম-নিয়মঃ**—স্নান, মন্ত্রজপ আদি নিত্য-নৈমিত্তিক নিয়ম; **দেবম্**—ভগবান; **অর্চেৎ**—অর্চনা করা উচিত; **সমাহিতঃ**—একাগ্র চিত্তে; **অর্চায়াম্**—শ্রীবিগ্রহকে; **স্থণ্ডিলে**—পূজার বেদিকে; **সূর্যে**—সূর্যকে; **জলে**—জলকে; **বহ্নৌ**—অগ্নিকে; **গুরৌ**—গুরুদেবকে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

তারপর, নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য সম্পাদন করে, একাগ্র চিত্তে ভগবানের অর্চাবিগ্রহ, বেদি, সূর্য, জল, অগ্নি এবং গুরুদেবকে পূজা করবে।

শ্লোক ২৯

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহীয়সে ।
সর্বভূতনিবাসায় বাসুদেবায় সাক্ষিণে ॥ ২৯ ॥

নমস্তুভ্যম্—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **মহীয়সে**—মহত্তম; **সর্ব-ভূত-নিবাসায়**—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন; **বাসুদেবায়**—যিনি সর্বত্র বাস করেন; **সাক্ষিণে**—যিনি সব কিছুর সাক্ষী।

অনুবাদ

হে ভগবান, মহত্তম, সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজমান, সকলের আশ্রয়, হে সব কিছুর সাক্ষী, হে বাসুদেব, সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩০

নমোঽব্যক্তায় সূক্ষ্মায় প্রধানপুরুষায় চ ।
চতুর্বিংশদ্‌গুণজ্ঞায় গুণসংখ্যানহেতবে ॥ ৩০ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অব্যক্তায়**—যাঁকে জড় চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না; **সূক্ষ্মায়**—চিন্ময়; **প্রধান-পুরুষায়**—পরম পুরুষ; **চ**—ও; **চতুর্বিংশৎ**—চতুর্বিংশতি; **গুণ-জ্ঞায়**—তত্ত্বজ্ঞ; **গুণ-সংখ্যান্**—সাংখ্যযোগের; **হেতবে**—আদি কারণ।

অনুবাদ

হে পরম পুরুষ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে জড় চক্ষুর অগোচর। আপনি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জ্ঞাতা, এবং আপনি সাংখ্যযোগ পদ্ধতির প্রবর্তক।

তাৎপর্য

চতুর্বিংশদ্‌গুণ অর্থাৎচতুর্বিংশতি তত্ত্ব হচ্ছে—পঞ্চ মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ), তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার), দশ ইন্দ্রিয়

(পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়), এবং পঞ্চতন্মাত্র ও কলুষিত চেতনা। এইগুলি হচ্ছে সাংখ্যযোগের বিষয়বস্তু, যার প্রবর্তন করেছেন ভগবান কপিলদেব। এই সাংখ্যযোগ পরবর্তীকালে পুনরায় আরেকজন কপিলের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, যিনি ছিলেন নাস্তিক এবং তাঁর সেই দর্শন প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয় না।

শ্লোক ৩১

নমো দ্বিশীর্ষ্ণে ত্রিপদে চতুঃশৃঙ্গায় তন্তবে ।
সপ্তহস্তায় যজ্ঞায় ত্রয়ীবিদ্যাত্মনে নমঃ ॥ ৩১ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **দ্বি-শীর্ষ্ণে**—যাঁর দুটি মস্তক; **ত্রি-পদে**—যাঁর তিনটি পা; **চতুঃ-শৃঙ্গায়**—যাঁর চারটি শৃঙ্গ; **তন্তবে**—যিনি বিস্তার করেন; **সপ্ত-হস্তায়**—যাঁর সাতটি হাত; **যজ্ঞায়**—সেই পরম ভোক্তা যজ্ঞ পুরুষকে; **ত্রয়ী**—তিন প্রকার বৈদিক অনুষ্ঠান; **বিদ্যা-আত্মনে**—সমস্ত জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ ভগবান; **নমঃ**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমি সেই ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর দুইটি মস্তক (প্রায়ণীয় এবং উদায়নীয়), তিনটি পা (সবনত্রয়), চারটি শৃঙ্গ (চতুর্বেদ) এবং সপ্তহস্ত (গায়ত্রী আদি সপ্তছন্দ)। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাঁর আত্মা ত্রয়ীবিদ্যা (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনাকাণ্ড) এবং যজ্ঞরূপে যিনি এই সমস্ত অনুষ্ঠান বিস্তার করেন।

শ্লোক ৩২

নমঃ শিবায় রুদ্রায় নমঃ শক্তিধরায় চ ।
সর্ববিদ্যাধিপতয়ে ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **শিবায়**—শিব নামক অবতার; **রুদ্রায়**—রুদ্র নামক অংশকে; **নমঃ**—প্রণাম; **শক্তি-ধরায়**—যিনি সমস্ত শক্তির আধার; **চ**—এবং; **সর্ব-বিদ্যা-অধিপতয়ে**—সমস্ত জ্ঞানের উৎস; **ভূতানাম্**—জীবদের; **পতয়ে**—পরম প্রভুকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

শিব অথবা রুদ্ররূপে যিনি সমস্ত শক্তি ও সমস্ত জ্ঞানের আধার, এবং সর্বভূতের অধিপতি, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবানের অংশ বা অবতারকে প্রণতি নিবেদন করা কর্তব্য। শিব হচ্ছেন তমোগুণের অবতার।

শ্লোক ৩৩

নমো হিরণ্যগর্ভায় প্রাণায় জগদাত্মনে ।
যোগৈশ্বর্যশরীরায় নমস্তে যোগহেতবে ॥ ৩৩ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **হিরণ্যগর্ভায়**—চতুর্মুখ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মারূপে অবস্থিত; **প্রাণায়**—সকলের জীবনের উৎস; **জগৎ-আত্মনে**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা; **যোগ-ঐশ্বর্য-শরীরায়**—যাঁর শরীর যোগৈশ্বর্যে পূর্ণ; **নমঃ তে**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **যোগ-হেতবে**—সমস্ত যোগশক্তির আদি প্রভু।

অনুবাদ

হিরণ্যগর্ভ, প্রাণের উৎস, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে অবস্থিত আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। সমস্ত যোগৈশ্বর্যের উৎস যাঁর শরীর, সেই আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৪

নমস্ত আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥

নমঃ তে—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **আদি-দেবায়**—আদি পুরুষ ভগবান; **সাক্ষি-ভূতায়**—সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে যিনি সব কিছুর সাক্ষী; **তে**—আপনাকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নারায়ণায়**—যিনি নারায়ণরূপে অবতরণ করেন; **ঋষয়ে**—ঋষি; **নরায়**—নররূপী অবতার; **হরয়ে**—ভগবানকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আদিদেব, সকলের হৃদয়ে সাক্ষীস্বরূপ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতরণ করেছেন। হে ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৫

নমো মরকতশ্যামবপুষেঽধিগতশ্রিয়ে ।
কেশবায় নমস্তুভ্যং নমস্তে পীতবাসসে ॥ ৩৫ ॥

নমঃ—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **মরকত-শ্যাম-বপুষে**—মরকত মণির মতো শ্যামল যাঁর অঙ্গকান্তি; **অধিগত-শ্রিয়ে**—লক্ষ্মীদেবী যাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; **কেশবায়**—কেশী দৈত্য সংহারকারী কেশব; **নমঃ তুভ্যম্**—আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **নমঃ তে**—পুনরায় আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **পীত-বাসসে**—যাঁর বসন পীতবর্ণ।

অনুবাদ

পীতবাস, মরকত মণির মতো শ্যামবর্ণ দেহধারী, লক্ষ্মীদেবীর নিয়ন্তা এবং কেশীহন্তা আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্লোক ৩৬

ত্বং সর্ববরদঃ পুংসাং বরেণ্য বরদর্ষভ ।
অতস্তে শ্রেয়সে ধীরাঃ পাদরেণুমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **সর্ব-বরদঃ**—যিনি সর্বপ্রকার বর প্রদান করতে পারেন; **পুংসাম্**—সমস্ত জীবদের; **বরেণ্য**—হে পরম পূজনীয়; **বরদ-ঋষভ**—সমস্ত বরদাতাদের মধ্যে সব চাইতে শক্তিমান; **অতঃ**—সেই হেতু; **তে**—আপনার; **শ্রেয়সে**—সমস্ত কল্যাণের উৎস; **ধীরাঃ**—পরম সংযত; **পাদ-রেণুম্ উপাসতে**—শ্রীপাদপদ্মের রেণু পূজা করেন।

অনুবাদ

হে বরেণ্য! হে বরদশ্রেষ্ঠ! আপনি জীবের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন, এবং তাই যাঁরা ধীর, তাঁরা তাঁদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার সেবা করেন।

শ্লোক ৩৭

অন্ববর্তন্ত যং দেবাঃ শ্রীশ্চ তৎপাদপদ্ময়োঃ ।
স্পৃহয়ন্ত ইবামোদং ভগবান্ মে প্রসীদতাম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্ববর্তন্ত—ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রত; **যম্**—যাঁকে; **দেবাঃ**—সমস্ত দেবতারা; **শ্রীঃ চ**—এবং লক্ষ্মীদেবী; **তৎ-পাদপদ্ময়োঃ**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মের; **স্পৃহয়ন্তঃ**—বাসনা করে; **ইব**—ঠিক সেই; **আমোদম্**—দিব্য আনন্দ; **ভগবান্**—ভগবান; **মে**—আমার প্রতি; **প্রসীদতাম্**—প্রসন্ন হোন।

অনুবাদ

সমস্ত দেবতা এবং লক্ষ্মীদেবী তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবায় রত। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সৌরভের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। সেই ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

শ্লোক ৩৮

এতৈর্মন্ত্রৈর্হৃষীকেশমাবাহনপুরস্কৃতম্ ।
অর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পাদ্যোপস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ৩৮ ॥

এতৈঃ মন্ত্রৈঃ—এই মন্ত্র জপের দ্বারা; **হৃষীকেশম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীহৃষীকেশকে; **আবাহন**—আহ্বান করে; **পুরস্কৃতম্**—পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করে; **অর্চয়েৎ**—পূজা করা উচিত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—যুক্ত; **পাদ্য-উপস্পর্শন-আদিভিঃ**—(পাদ্য, অর্ঘ্য আদি) পূজার উপকরণ দ্বারা।

অনুবাদ

কশ্যপ মুনি বললেন—এই মন্ত্রগুলি জপের দ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানকে আবাহন করে, (পাদ্য, অর্ঘ্য, আদি) পূজার উপকরণের দ্বারা সেই ভগবান কেশব, হৃষীকেশ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করবে।

শ্লোক ৩৯

অর্চিত্বা গন্ধমাল্যাদ্যৈঃ পয়সা স্নপয়েদ্ বিভুম্ ।
বস্ত্রোপবীতাভরণপাদ্যোপস্পর্শনৈস্ততঃ ।
গন্ধধূপাদিভিশ্চার্চেদ্ দ্বাদশাক্ষরবিদ্যয়া ॥ ৩৯ ॥

অর্চিত্বা—এইভাবে পূজা করে; **গন্ধ-মাল্য-আদ্যৈঃ**—ধূপ, ফুলের মালা ইত্যাদির দ্বারা; **পয়সা**—দুধের দ্বারা; **স্নপয়েৎ**—স্নান করাবে; **বিভুম্**—ভগবানকে; **বস্ত্র**—বস্ত্র; **উপবীত**—যজ্ঞোপবীত; **আভরণ**—অলঙ্কার; **পাদ্য**—শ্রীপাদপদ্ম ধোয়ার জল; **উপস্পর্শনৈঃ**—স্পর্শ করে; **ততঃ**—তারপর; **গন্ধ**—সুগন্ধ; **ধূপ**—ধূপ; **আদিভিঃ**—ইত্যাদির দ্বারা; **চ**—এবং; **অর্চেৎ**—পূজা করা উচিত; **দ্বাদশ-অক্ষর-বিদ্যয়া**—দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রথমে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে ফুলের মালা, ধূপ ইত্যাদির দ্বারা অর্চনপূর্বক ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দুধ দিয়ে স্নান করাবে। তারপর বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পাদ্য এবং ধূপগন্ধ আদির দ্বারা পুনরায় তাঁর পূজা করবে।

তাৎপর্য

দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র হচ্ছে *ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়*। শ্রীবিগ্রহের পূজা করার সময় বাঁ হাত দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে হয় এবং ডান হাত দিয়ে পাদ্য, অর্ঘ্য, বস্ত্র, গন্ধ, মালা, আভরণ, ভূষণ ইত্যাদি নিবেদন করতে হয়। এইভাবে দুধ দিয়ে ভগবানকে স্নান করিয়ে, তাঁকে বস্ত্র আদির দ্বারা সাজিয়ে পুনরায় সমস্ত উপকরণের দ্বারা তাঁর পূজা করতে হয়।

শ্লোক ৪০

শৃতং পয়সি নৈবেদ্যং শাল্যন্নং বিভবে সতি ।
সসর্পিঃ সগুড়ং দত্ত্বা জুহুয়ান্মূলবিদ্যয়া ॥ ৪০ ॥

শৃতম্—পক্ক; **পয়সি**—দুধে; **নৈবেদ্যম্**—শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করে; **শালি-অন্নম্**—মিহি চাল; **বিভবে**—যদি সম্ভব হয়; **সতি**—এইভাবে; **সসর্পিঃ**—ঘৃত সহ; **স-গুড়ম্**—গুড় সহ; **দত্ত্বা**—তাঁকে নিবেদন করে; **জুহুয়াৎ**—অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে; **মূল-বিদ্যয়া**—সেই *দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্র* জপের দ্বারা।

অনুবাদ

সম্ভব হলে পায়স, ঘৃত ও গুড়ের সঙ্গে শালি অন্ন নিবেদন করে, মূল মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে।

শ্লোক ৪১

নিবেদিতং তদ্ভক্তায় দদ্যাদ্ ভুঞ্জীত বা স্বয়ম্ ।
দত্ত্বাচমনমর্চিত্বা তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥

নিবেদিতম্—নৈবেদ্য; **তৎ-ভক্তায়**—তাঁর ভক্তকে; **দদ্যাৎ**—প্রদান করবে; **ভুঞ্জীত**—গ্রহণ করবে; **বা**—অথবা; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **দত্ত্বা আচমনম্**—হাত এবং মুখ ধোয়ার জল প্রদান করে; **অর্চিত্বা**—এইভাবে শ্রীবিগ্রহের পূজা করে; **তাম্বূলম্**—তাম্বূল; **চ**—ও; **নিবেদয়েৎ**—নিবেদন করবে।

অনুবাদ

সেই প্রসাদ ভক্ত বৈষ্ণবকে প্রদান করবে অথবা সেই প্রসাদের কিছু অংশ বৈষ্ণবকে প্রদান করে তারপর স্বয়ং গ্রহণ করবে। তারপর শ্রীবিগ্রহকে আচমন করিয়ে তাম্বূল প্রদান করবে এবং তারপর পুনরায় পূজা করবে।

শ্লোক ৪২

জপেদষ্টোত্তরশতং স্তুবীত স্তুতিভিঃ প্রভুম্ ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভূমৌ প্রণমেদ্ দণ্ডবন্মুদা ॥ ৪২ ॥

জপেৎ—জপ করবে; **অষ্টোত্তর-শতম্**—একশ আট বার; **স্তুবীত**—স্তব করবে; **স্তুতিভিঃ**—বিবিধ মহিমা কীর্তনের দ্বারা; **প্রভুম্**—ভগবানকে; **কৃত্বা**—করে; **প্রদক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণ; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রণমেৎ**—প্রণতি নিবেদন করবে; **দণ্ডবৎ**—দণ্ডবৎ; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তারপর, একশ আট বার মন্ত্র জপ করে প্রভুর মহিমা স্তব করবে, এবং তারপর ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে আনন্দের সঙ্গে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করবে।

শ্লোক ৪৩

কৃত্বা শিরসি তচ্ছেষাং দেবমুদ্বাসয়েৎ ততঃ ।
দ্ব্যবরান্ ভোজয়েদ্বিপ্রান্ পায়সেন যথোচিতম্ ॥ ৪৩ ॥

কৃত্বা—গ্রহণ করে; **শিরসি**—মস্তকে; **তৎ-শেষাম্**—সমস্ত অবশিষ্ট (শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত জল এবং ফুল); **দেবম্**—শ্রীবিগ্রহকে; **উদ্বাসয়েৎ**—পবিত্র স্থানে ফেলবে; **ততঃ**—তারপর; **দ্বি-অবরান্**—অন্তত দুজন; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করাবে; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণদের; **পায়সেন**—পায়সের দ্বারা; **যথা-উচিতম্**—যতখানি প্রয়োজন।

অনুবাদ

শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত ফুল এবং জল মস্তকে ধারণ করে, তারপর তা পবিত্র স্থানে নিক্ষেপ করবে। তারপর অন্তত দুজন ব্রাহ্মণকে পায়স ভোজন করাবে।

শ্লোক ৪৪-৪৫

ভুঞ্জীত তৈরনুজ্ঞাতঃ সেষ্টঃ শেষং সভাজিতৈঃ ।
ব্রহ্মচার্যথ তদ্রাত্র্যাং শ্বোভূতে প্রথমেঽহনি ॥ ৪৪ ॥
স্নাতঃ শুচির্যথোক্তেন বিধিনা সুসমাহিতঃ ।
পয়সা স্নাপয়িত্বার্চেদ্ যাবদ্ ব্রতসমাপনম্ ॥ ৪৫ ॥

ভুঞ্জীত—প্রসাদ গ্রহণ করবে; **তৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **অনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতিক্রমে; **স-ইষ্টঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **সভাজিতৈঃ**—যথাযথভাবে পূজিত; **ব্রহ্মচারী**—ব্রহ্মচর্য পালন; **অথ**—অবশ্যই; **তৎ-রাত্র্যাম্**—রাত্রে; **শ্বঃ-ভূতে**—রাত্রি শেষে প্রভাতে; **প্রথমে অহনি**—প্রথম দিন; **স্নাতঃ**—স্নান করে; **শুচিঃ**—পবিত্র হয়ে; **যথা-উক্তেন**—পূর্বে যেভাবে বলা হয়েছে; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **সু-সমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **পয়সা**—দুধের দ্বারা; **স্নাপয়িত্বা**—শ্রীবিগ্রহকে স্নান করিয়ে; **অর্চেৎ**—পূজা করবে; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ব্রত-সমাপনম্**—ব্রত সমাপন না হওয়া পর্যন্ত।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণদের ভোজন করানোর পর যথাযথভাবে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করবে, তারপর তাঁদের অনুমতি গ্রহণ করে বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনগণ সহ প্রসাদ গ্রহণ করবে। সেই রাত্রে ব্রহ্মচর্য পালন করবে, এবং তার পরের দিন পুনরায় স্নান করে পবিত্র হয়ে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহকে একাগ্রতা সহকারে দুধ দিয়ে স্নান করাবে এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করবে।

শ্লোক ৪৬

পয়োভক্ষো ব্রতমিদং চরেদ্ বিষ্ণ্বর্চনাদৃতঃ ।
পূর্ববজ্জুহুয়াদগ্নিং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

পয়ঃ-ভক্ষঃ—যে ব্যক্তি কেবল দুধ পান করে; **ব্রতম্ ইদম্**—এই ব্রত; **চরেৎ**—পালন করবে; **বিষ্ণু-অর্চন-আদৃতঃ**—গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে; **পূর্ববৎ**—পূর্বের মতো; **জুহুয়াৎ**—আহুতি প্রদান করবে; **অগ্নিম্**—অগ্নিতে; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণদের; **চ অপি**—ও; **ভোজয়েৎ**—ভোজন করাবে।

অনুবাদ

গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে এবং কেবলমাত্র দুধ পান করে এই ব্রত পালন করবে, এবং পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করবে এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাবে।

শ্লোক ৪৭

এবং ত্বহরহঃ কুর্যাদ্ দ্বাদশাহং পয়োব্রতম্ ।
হরেরারাধনং হোমমর্হণং দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অহঃ অহঃ**—প্রতিদিন; **কুর্যাৎ**—অনুষ্ঠান করে; **দ্বাদশ-অহম্**—বারো দিন পর্যন্ত; **পয়ঃ-ব্রতম্**—পয়োব্রত; **হরেঃ আরাধনম্**—ভগবানের আরাধনা করে; **হোমম্**—হোম করার দ্বারা; **অর্হণম্**—শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করে; **দ্বিজ-তর্পণম্**—এবং ভোজন করানোর দ্বারা ব্রাহ্মণদের সন্তুষ্টিবিধান করে।

অনুবাদ

প্রতিদিন ভগবানের পূজা, নৈমিত্তিক কর্ম, হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে, এইভাবে বারো দিন পর্যন্ত এই পয়োব্রত পালন করবে।

শ্লোক ৪৮

প্রতিপদ্দিনমারভ্য যাবচ্ছুক্লত্রয়োদশীম্ ।
ব্রহ্মচর্যমধঃস্বপ্নং স্নানং ত্রিষবণং চরেৎ ॥ ৪৮ ॥

প্রতিপৎ-দিনম্—প্রতিপদের দিন; **আরভ্য**—শুরু করে; **যাবৎ**—পর্যন্ত; **শুক্ল**—শুক্লপক্ষের; **ত্রয়োদশীম্**—ত্রয়োদশী; **ব্রহ্মচর্যম্**—পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে; **অধঃ-স্বপ্নম্**—ভূমিতে শয়ন করে; **স্নানম্**—স্নান করে; **ত্রি-ষবণম্**—তিনবার (সকালে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায়); **চরেৎ**—সম্পাদন করবে।

অনুবাদ

প্রতিপদ থেকে আরম্ভ করে শুক্লা ত্রয়োদশী পর্যন্ত পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য পালন করে, ভূমিতে শয়নপূর্বক ত্রিসন্ধ্যা স্নান করে এই ব্রত পালন করবে।

শ্লোক ৪৯

বর্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা ।
অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৯ ॥

বর্জয়েৎ—বর্জন করবে; **অসৎ-আলাপম্**—জড় বিষয়ের অনর্থক আলোচনা; **ভোগান্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **উচ্চ-অবচান্**—উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট; **তথা**—ও; **অহিংস্রঃ**—হিংসা রহিত হয়ে; **সর্ব-ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **বাসুদেব-পরায়ণঃ**—ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এই সময় জড় বিষয় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অনর্থক আলোচনা করবে না, এবং সমস্ত জীবের প্রতি হিংসা রহিত হয়ে ভগবান বাসুদেবের শুদ্ধ ভক্ত হবে।

শ্লোক ৫০

ত্রয়োদশ্যামথো বিষ্ণোঃ স্নপনং পঞ্চকৈর্বিভোঃ ।
কারয়েচ্ছাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা বিধিকোবিদৈঃ ॥ ৫০ ॥

ত্রয়োদশ্যাম্—ত্রয়োদশীর দিন; **অথোঃ**—তারপর; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **স্নপনম্**—স্নান করিয়ে; **পঞ্চকৈঃ**—পঞ্চামৃতের দ্বারা; **বিভোঃ**—ভগবান; **কারয়েৎ**—অনুষ্ঠান করবে; **শাস্ত্র-দৃষ্টেন**—শাস্ত্রের নির্দেশ; **বিধিনা**—বিধি অনুসারে; **বিধি-কোবিদৈঃ**—বিধিবিধান সম্বন্ধে অবগত পুরোহিতদের সহায়তাক্রমে।

অনুবাদ

তারপর, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সহায়তায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ত্রয়োদশীর দিন পঞ্চামৃতের দ্বারা (দুধ, দৈ, ঘি, চিনি এবং মধু) শ্রীবিষ্ণুকে স্নান করাবে।

শ্লোক ৫১-৫২

পূজাং চ মহতীং কুর্যাদ্ বিত্তশাঠ্যবিবর্জিতঃ ।
চরুং নিরূপ্য পয়সি শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৫১ ॥
সূক্তেন তেন পুরুষং যজেত সুসমাহিতঃ ।
নৈবেদ্যং চাতিগুণবদ্ দদ্যাৎ পুরুষতুষ্টিদম্ ॥ ৫২ ॥

পূজাম্—পূজা; **চ**—ও; **মহতীম্**—অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ; **কুর্যাৎ**—করবে; **বিত্ত-শাঠ্য**—কৃপণ মনোভাব (যথেষ্ট অর্থ ব্যয় না করে); **বিবর্জিতঃ**—ত্যাগ করে; **চরুম্**—যজ্ঞে নিবেদিত অন্ন; **নিরূপ্য**—যথাযথভাবে দর্শন করে; **পয়সি**—দুধ সহ; **শিপিবিষ্টায়**—সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মাকে; **বিষ্ণবে**—শ্রীবিষ্ণুকে; **সূক্তেন**—পুরুষসূক্ত নামক বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা; **তেন**—তার দ্বারা; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ ভগবানকে; **যজেত**—আরাধনা করবে; **সুসমাহিতঃ**—গভীর মনোযোগ সহকারে; **নৈবেদ্যম্**—শ্রীবিগ্রহকে নিবেদিত অন্ন; **চ**—এবং; **অতি-গুণ-বৎ**—বিবিধ স্বাদযুক্ত; **দদ্যাৎ**—নিবেদন করবে; **পুরুষ-তুষ্টিদম্**—ভগবানের সন্তোষ প্রদানকারী।

অনুবাদ

বিত্তশাঠ্য বর্জন করে, মহা আড়ম্বরে সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করবে। ঘি, দুধ এবং শস্য দিয়ে চরু প্রস্তুত করে, সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করবে এবং বিবিধ স্বাদযুক্ত নৈবেদ্য ভগবানকে নিবেদন করবে। এইভাবে ভগবানের আরাধনা করবে।

শ্লোক ৫৩

আচার্যং জ্ঞানসম্পন্নং বস্ত্রাভরণধেনুভিঃ ।
তোষয়েদৃত্বিজশ্চৈব তদ্বিদ্ধ্যারাধনং হরেঃ ॥ ৫৩ ॥

আচার্যম্—শ্রীগুরুদেবকে; **জ্ঞান-সম্পন্নম্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন; **বস্ত্র-আভরণ-ধেনুভিঃ**—বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভীর দ্বারা; **তোষয়েৎ**—সন্তুষ্টিবিধান করবে; **ঋত্বিজঃ**

—শ্রীগুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত পুরোহিত; **চ এব**—ও; **তৎ বিদ্ধি**—তা বুঝতে চেষ্টা কর; **আরাধনম্**—আরাধনা; **হরেঃ**—ভগবানের।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্যকে এবং (হোতা, উদ্‌গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্ম নামক) তাঁর সহকারী পুরোহিতদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দান করে সন্তুষ্ট করবে। এটিই বিষ্ণুর আরাধনার পন্থা বলে জানবে।

শ্লোক ৫৪

ভোজয়েৎ তান্ গুণবতা সদন্নেন শুচিস্মিতে ।
অন্যাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা যে চ তত্র সমাগতাঃ ॥ ৫৪ ॥

ভোজয়েৎ—প্রসাদ ভোজন করাবে; **তান্**—তাঁদের সকলকে; **গুণবতা**—উত্তম অন্নের দ্বারা; **সৎ-অন্নেন**—ঘি এবং দুধের দ্বারা উৎপন্ন অতি শুদ্ধ অন্ন; **শুচি-স্মিতে**—হে পরম পুণ্যবতী; **অন্যান্ চ**—অন্যদেরও; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **শক্ত্যা**—যতদূর সম্ভব; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **তত্র**—সেখানে (উৎসবে); **সমাগতাঃ**—সমবেত।

অনুবাদ

হে পরম পুণ্যবতী, তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করবে, এবং আচার্য ও পুরোহিতদের সন্তুষ্টিবিধান করবে। প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং অন্য সমস্ত প্রাণীদের সন্তুষ্টিবিধান করবে।

শ্লোক ৫৫

দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদৃত্বিগ্‌ভ্যশ্চ যথার্হতঃ ।
অন্নাদ্যেনাশ্বপাকাংশ্চ প্রীণয়েৎ সমুপাগতান্ ॥ ৫৫ ॥

দক্ষিণাম্—অর্থ অথবা স্বর্ণের দ্বারা দক্ষিণা; **গুরবে**—শ্রীগুরুদেবকে; **দদ্যাৎ**—দান করবে; **ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ চ**—শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিযুক্ত পুরহিতদেরও; **যথা-অর্হতঃ**—যথাসম্ভব; **অন্ন-অদ্যেন**—প্রসাদ বিতরণের দ্বারা; **আশ্বপাকান্**—এমন কি চণ্ডালদের পর্যন্ত; **চ**—ও; **প্রীণয়েৎ**—প্রসন্নতা বিধান করবে; **সমুপাগতান্**—কারণ তারা উৎসবে সমবেত হয়েছে।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব এবং সহকারী পুরোহিতদের (ঋত্বিকদের) বস্ত্র, অলঙ্কার, গাভী এবং অর্থ দক্ষিণা প্রদান করার দ্বারা সন্তুষ্টিবিধান করবে, এবং প্রসাদ বিতরণের দ্বারা সেখানে সমবেত চণ্ডালদের পর্যন্ত সন্তুষ্টিবিধান করবে ।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে কোন রকম ভেদবুদ্ধি না করে প্রসাদ বিতরণ করা হয়, যে কথা এখানে বলা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এমন কি চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলকেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য স্বাগত জানানো উচিত। কিন্তু, সমাজের সর্ব-নিম্নস্তরের চণ্ডালেরা অথবা দরিদ্র লোকেরা যখন প্রসাদ গ্রহণ করে, তার অর্থ এই নয় যে তারা নারায়ণ বা বিষ্ণু হয়ে যায়। নারায়ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারায়ণ চণ্ডাল অথবা দরিদ্র। মায়াবাদীরা যে দরিদ্রকে নারায়ণ বলে মনে করে, সেটি ভগবানের প্রতি চরম ঈর্ষার অভিব্যক্তি এবং বৈদিক সংস্কৃতিতে নাস্তিকতার প্রকাশ। এই মনোভাব সর্বতোভাবে বর্জনীয়। সকলকেই প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া উচিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সকলেরই নারায়ণ হওয়ার অধিকার রয়েছে।

শ্লোক ৫৬

ভুক্তবৎসু চ সর্বেষু দীনান্ধকৃপণাদিষু ।
বিষ্ণোস্তৎ প্রীণনং বিদ্বান্ ভুঞ্জীত সহ বন্ধুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

ভুক্তবৎসু—ভোজন করানোর পর; **চ**—ও; **সর্বেষু**—সেখানে উপস্থিত সকলে; **দীন**—অত্যন্ত দরিদ্র; **অন্ধ**—অন্ধ; **কৃপণ**—যারা ব্রাহ্মণ নয়; **আদিষু**—ইত্যাদি; **বিষ্ণোঃ**—সকলের হৃদয়ে বিরাজমান শ্রীবিষ্ণুর; **তৎ**—তা (প্রসাদ); **প্রীণনম্**—প্রসন্নতা বিধান করে; **বিদ্বান্**—এই দর্শন যিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন; **ভুঞ্জীত**—স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন; **সহ**—সহ; **বন্ধুভিঃ**—বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ।

অনুবাদ

দরিদ্র, অন্ধ, কৃপণ প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বিতরণ করবে। সকলকে বিষ্ণুর প্রসাদ ভোজন করালে ভগবান শ্রীবিষ্ণু অত্যন্ত প্রসন্ন হন। সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করে যজ্ঞকর্তা বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন সহ স্বয়ং প্রসাদ গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ৫৭

নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ স্তুতিভিঃ স্বস্তিবাচকৈঃ ।
কারয়েৎ তৎকথাভিশ্চ পূজাং ভগবতোঽন্বহম্ ॥ ৫৭ ॥

নৃত্য—নৃত্যের দ্বারা; **বাদিত্র**—বাদ্যের দ্বারা; **গীতৈঃ**—সঙ্গীতের দ্বারা; **চ**—ও; **স্তুতিভিঃ**—স্তুতি পাঠের দ্বারা; **স্বস্তি-বাচকৈঃ**—স্বস্তিবাচন; **কারয়েৎ**—সম্পাদন করবে; **তৎ-কথাভিঃ**—*শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্র পাঠের দ্বারা; **চ**—ও; **পূজাম্**—পূজা; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **অন্বহম্**—প্রতিদিন (প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত)।

অনুবাদ

প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য বা স্তুতিপাঠ, স্বস্তিবাচন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের দ্বারা ভগবানের অর্চনা করবে।

শ্লোক ৫৮

এতৎ পয়োব্রতং নাম পুরুষারাধনং পরম্ ।
পিতামহেনাভিহিতং ময়া তে সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৮ ॥

এতৎ—এই; **পয়ঃ-ব্রতম্**—পয়োব্রত; **নাম**—নামক; **পুরুষ-আরাধনম্**—ভগবানের আরাধনার পন্থা; **পরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পিতামহেন**—পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা; **অভিহিতম্**—বর্ণিত; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তে**—তোমাকে; **সমুদাহৃতম্**—সবিস্তারে বর্ণনা করা হল।

অনুবাদ

পয়োব্রত নামে প্রসিদ্ধ এই ব্রতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করা যায়। আমার পিতামহ ব্রহ্মার কাছে আমি এই তথ্য প্রাপ্ত হয়েছিলাম, এখন আমি তা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

শ্লোক ৫৯

ত্বং চানেন মহাভাগে সম্যক্চীর্ণেন কেশবম্ ।
আত্মনা শুদ্ধভাবেন নিয়তাত্মা ভজাব্যয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

ত্বম্ চ—তুমিও; **অনেন**—এই পন্থার দ্বারা; **মহাভাগে**—হে সৌভাগ্যবতী; **সম্যক্ চীর্ণেন**—যথাযথভাবে অনুষ্ঠান কর; **কেশবম্**—কেশবকে; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা; **শুদ্ধভাবেন**—শুদ্ধ চিত্তে; **নিয়তাত্মা**—নিজেকে সংযত করে; **ভজ**—আরাধনা কর; **অব্যয়ম্**—অব্যয় ভগবানের।

অনুবাদ

হে পরম সৌভাগ্যবতী, তুমি তোমার মনকে শুদ্ধ চেতনায় স্থির করে, এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা অব্যয় স্বরূপ ভগবান কেশবের ভজনা কর।

শ্লোক ৬০

অয়ং বৈ সর্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্বব্রতমিতি স্মৃতম্ ।
তপঃসারমিদং ভদ্রে দানং চেশ্বরতর্পণম্ ॥ ৬০ ॥

অয়ম্—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সর্ব-যজ্ঞ**—সর্বপ্রকার ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ; **আখ্যঃ**—নামক; **সর্ব-ব্রতম্**—সমস্ত ব্রতের; **ইতি**—এইভাবে; **স্মৃতম্**—কথিত; **তপঃ-সারম্**—সমস্ত তপস্যার সার; **ইদম্**—এই; **ভদ্রে**—হে ভদ্রে; **দানম্**—দান; **চ**—এবং; **ঈশ্বর**—ভগবান; **তর্পণম্**—প্রসন্নতা বিধানের পন্থা।

অনুবাদ

এই পয়োব্রতকে সর্বযজ্ঞও বলা হয়। অর্থাৎ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে আপনা থেকেই অন্য সমস্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে যায়। এটি সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। হে ভদ্রে, এটি সমস্ত তপস্যার সার, এটিই দান, এবং এটিই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের উপায়।

তাৎপর্য

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। এটি পার্বতীর প্রতি শিবের উক্তি। শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণু কিভাবে এই পয়োব্রত অনুষ্ঠানের দ্বারা পূজিত হন তা এখানে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অনুশীলনের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। বৈদিক প্রথায় চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা (*বিষ্ণুরারাধ্যতে পুংসাং নান্যৎতত্তোষকারণম্*)। যুগ অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলনও বিষ্ণুর আরাধনা। পয়োব্রতের দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনার পন্থা বহুকাল পূর্বে কশ্যপ মুনি তাঁর পত্নী অদিতিকে স্বর্গলোকে বলেছিলেন, এবং সেই বিধি এই পৃথিবীতে আজও প্রচলিত রয়েছে। বিশেষত এই কলিযুগে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে হাজার হাজার বিষ্ণু মন্দির (রাধা-কৃষ্ণ, জগন্নাথ-বলরাম, সীতা-রাম, গৌর-নিতাই আদি মন্দির) প্রতিষ্ঠা করা। এই সমস্ত বিষ্ণুমন্দিরে ভগবানের আরাধনা করা পয়োব্রত অনুষ্ঠানেরই সামিল। পয়োব্রত অনুষ্ঠান করা হয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ থেকে ত্রয়োদশী পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে প্রতিটি মন্দিরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন, ভগবানকে সুস্বাদু ভোগ নিবেদন এবং সেই প্রসাদ বৈষ্ণব ও অন্যদের সকলের মধ্যে বিতরণ করার মাধ্যমে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে। এগুলি সমস্তই প্রামাণিক ক্রিয়া এবং কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা যদি এই পন্থা অনুসরণ করে, তা হলে তারা পয়োব্রত অনুষ্ঠানেরই সমান ফল লাভ করবে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান, ব্রতপালন, তপস্যা ইত্যাদি সমস্ত পবিত্র কর্ম কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। এই আন্দোলনের সমস্ত সদস্যদের কর্তব্য পূর্বোক্ত বিধি নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। সমস্ত যজ্ঞেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। *যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ* —কলিযুগে যাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য যথাযথভাবে বিচার করে এই পন্থা অনুসরণ করা।

শ্লোক ৬১

ত এব নিয়মাঃ সাক্ষাৎ ত এব চ যমোত্তমাঃ ।
তপো দানং ব্রতং যজ্ঞো যেন তুষ্যত্যধোক্ষজঃ ॥ ৬১ ॥

তে—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **নিয়মাঃ**—সমস্ত নিয়ম; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **তে**—তা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **চ**—ও; **যম-উত্তমাঃ**—ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করার শ্রেষ্ঠ পন্থা; **তপঃ**—তপস্যা; **দানম্**—দান; **ব্রতম্**—ব্রত; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **যেন**—যেই পন্থার দ্বারা; **তুষ্যতি**—প্রসন্ন হন; **অধোক্ষজঃ**—জড় ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির অতীত ভগবান।

অনুবাদ

যার দ্বারা অধোক্ষজ ভগবান তুষ্ট হন, তা-ই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, শ্রেষ্ঠ তপস্যা, শ্রেষ্ঠ দান, শ্রেষ্ঠ ব্রত ও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান না করলে, কোন কর্মেরই শুভ ফল লাভ হতে পারে না।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮) কেউ যদি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বা বাসুদেবের সন্তুষ্টিবিধানে আগ্রহী না হয় তা হলে তার তথাকথিত সমস্ত কল্যাণকর কার্য সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। *মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ*—মোহাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে তার আশা, কার্যকলাপ এবং জ্ঞান সবই ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—*নপুংসকমনপুংসকেনেত্যাদিনৈকত্বম্।* একজন বীর্যবান পুরুষের সঙ্গে একজন নপুংসকের তুলনা হয় না। বর্তমান যুগের মায়াবাদীদের মধ্যে 'যত মত তত পথ' নামক একটি মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এইগুলি সমস্ত মূর্খের মতবাদ। এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জীবন সার্থক করার কেবল একটি মাত্র পন্থা এবং তা হচ্ছে ভগবানের সেবা। *ঈশ্বরঃ তর্পণং বিনা সর্বমেব বিফলম্।* ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টিবিধান না করা হলে সমস্ত পুণ্যকর্ম, সমস্ত ধর্ম অনুষ্ঠান এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। দুর্ভাগ্যবশত মূর্খ মানুষেরা সাফল্যের রহস্য জানে না। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুম্।* তারা জানে না যে, প্রকৃত স্বার্থ হচ্ছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা।

শ্লোক ৬২

তস্মাদেতদ্ব্রতং ভদ্রে প্রযতা শ্রদ্ধয়াচর ।
ভগবান্ পরিতুষ্টস্তে বরানাশু বিধাস্যতি ॥ ৬২ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **এতৎ**—এই; **ব্রতম্**—ব্রত; **ভদ্রে**—হে কল্যাণী; **প্রযতা**—বিধিনিষেধ পালন করার দ্বারা; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **আচর**—সম্পাদন কর; **ভগবান্**—ভগবান; **পরিতুষ্টঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **তে**—তোমাকে; **বরান্**—বর; **আশু**—অতি শীঘ্র; **বিধাস্যতি**—দান করবেন।

অনুবাদ

অতএব, হে কল্যাণী, তুমি এই নিয়ম সহকারে শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ব্রত আচরণ কর। তার ফলে ভগবান শীঘ্রই তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তোমার মনোরথ পূর্ণ করবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের 'পয়োব্রত' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।